আমায় চেনো?

গত সোমবার ছবিটি ছিল অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর **কার্ল নেহ্যামার**-এর। তিন ঠিক উত্তরদাতা— **রথীন সাহা**, মানকর; **মঙ্গলকুমার দাস**, রায়দিঘি; **দেবাশিস বড়ুয়া**, সোদপুর।

আজকাল **সোপান**

আরও বড় হতে হবে

এই পাতা আপনাদেরই। শিক্ষার্থী, পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাধারণ পাঠক সকলের। এখানে আর কী কী বিষয়, বৈচিত্র যোগ করলে ভাল হয়, মতামত দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করুন, এটাই অনুরোধ। আমাদের জানাবেন এখানে : aajkaalsopan@gmail.com

কলকাতা সোমবার ২২ জুলাই ২০২৪ (১০)

কৃষিবিজ্ঞানে কেরিয়ার

শস্যবিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি সম্প্রসারণ, জেনেটিক্স ও প্ল্যান্ট ব্রিডিং; সবজিবিজ্ঞান, ফল ও বাগিচাফসল, পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি, অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি, ফরেস্ট্রি / ট্রি ইমপ্রুভমেন্ট

ভারত-সহ বিশ্বের বহু দেশেই আজও অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি। ক্রমশ সঙ্কুচিত হতে থাকা কৃষিজমি ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, এই দুয়ের তালমিল বজায় রাখার আসল গুরুদায়িত্ব কৃষিরই কাঁধে। স্বভাবতই আগামী দিনেও এই বিষয়ের পেশাদারদের চাহিদা তুঙ্গেই থাকবে। কোন যোগ্যতায় কীভাবে আকর্ষণীয় কেরিয়ার গড়ার সহায়ক হচ্ছে এই বিষয়, জানাচ্ছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক **ড. চম্পক কুমার কুণ্ডু**

ভারতীয় কৃষির সূচনাকাল বলা যায় খ্রিস্টপূর্ব নয় হাজার বছর আগে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে। যে কোনও দেশের আর্থিক উন্নয়ন এবং বিশেষত গ্রামীণ মানুষের জীবিকা নির্বাহের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কৃষি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতীয় অর্থনীতিতেও কৃষি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রায় ১৪-১৫ শতাংশের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেও উল্লেখযোগ্য অবদান কৃষিক্ষেত্রের। এই মুহূর্তে ৫২ শতাংশের বেশি কর্মসংস্থান হয় কৃষিকাজ থেকে এবং গ্রামীণ এলাকায় ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ এখনও কৃষিকাজে নিযুক্ত।

ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যনিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও কৃষি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে চলেছে। অন্যদিকে ভারতের চাষযোগ্য জমি নানা কারণে (বাড়িঘর তৈরি, রাস্তাঘাট, কারখানা ও অন্যান্য কাজে বা উদ্দেশ্যে ব্যবহার ইত্যাদি) ক্রমশ কমে যাওয়ায়, কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা, সকল ভারতবাসীর খাদ্য জোগান দেওয়ার বিষয়টাকে এক চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করার জন্যই কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও তার সম্প্রসারণ ভারতীয় কৃষিতে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে নিয়েছে।

ভারতে প্রাক্-স্বাধীনতা আমলেই কৃষিশিক্ষা শুরু হয়। শিবপুরে ১৯০৪ সালে এবং ১৯০৫ সালে বিহারের পুসাতে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ স্থাপিত হয়েছিল, যা বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ নামে পরিচিত এবং এটি নয়া দিল্লিতে অবস্থিত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচালনার জন্য নয়া দিল্লিতে ১৯২৯ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মুহূর্তে সারা ভারতবর্ষে কৃষিশিক্ষার জন্য রয়েছে ৩টি কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪টি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৬৪টি রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃষি নিয়ে পড়াশোনা

কৃষি নিয়ে বিদ্যালয় স্তরে ভোকেশনাল কোর্স যেমন পড়ানো হয়, তেমনই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সও পড়ার সুযোগ রয়েছে। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্নাতক ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করানো হয় নানা শাখায়, যেমন- কৃষিবিজ্ঞান, উদ্যানবিজ্ঞান, অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি ইত্যাদি। আবার স্নাতকোত্তর স্তরে এরই ওপর বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগ রয়েছে। যেমন- কৃষিবিজ্ঞানে রয়েছে শস্যবিজ্ঞান বিভাগ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, কীটতত্ত্ব বিভাগ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, কৃষি অর্থনীতি, কৃষি সম্প্রসারণ, জেনেটিক্স ও প্ল্যান্ট ব্রিডিং-সহ আরও অনেক সাবজেক্ট। একইভাবে উদ্যান বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে রয়েছে সবজিবিজ্ঞান, ফল ও বাগিচাফসল, পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি ইত্যাদি। এর পাশাপাশি স্নাতকোত্তর স্তরে অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি, ফরেস্ট্রি/ ট্রি ইমপ্রুভমেন্ট ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা হয়। বেশিরভাগ কৃষি বিশ্বদ্যািলয়েই স্নাতকোত্তর স্তরের মতো প্রায় সমস্ত বিভাগেই ডক্টরেট প্রোগ্রাম করার সুযোগ রয়েছে।

কৃষিশিক্ষায় ভর্তি কীভাবে

কৃষিশিক্ষায় ভর্তির প্রাক্-শর্ত হল উচ্চমাধ্যমিকে (১০+২) বিজ্ঞান শাখায় পাশ করতে হবে। সর্বভারতীয় স্তরে পরীক্ষা পরিচালনা করে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট (CUET)-তে উত্তীর্ণরা মেধা অনুযায়ী ভর্তি হতে পারে।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সব আসনে (১০০ শতাংশ) এবং রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ১৫ থেকে ২০ শতাংশ আসনে এই পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হওয়া যায়। বাকি ৮০-৮৫ শতাংশ আসনে রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিয়ম মেনে ভর্তি নেওয়া হয়। কোথাও উচ্চমাধ্যমিকের মেধা অনুযায়ী বা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভর্তিপরীক্ষার মাধ্যমে। কৃষিশিক্ষার আসন সংখ্যার বিন্যাস হয় সরকারি সংরক্ষণের নিয়ম মেনে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে ভর্তির প্রক্রিয়াতে।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত দুটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে— বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলিতে স্নাতকস্তরে আসনসংখ্যা যথাক্রমে ২৫৪ ও ১০৭। এছাড়াও বিশ্বভারতী বিশ্বদ্যািলয়ের স্নাতকস্তরে ৬০ আসনে এই বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে।

বর্তমানে এরাজ্যে একাধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষিশিক্ষা পড়ার সুযোগ রয়েছে। এগুলিতে কোথাও ১২০, কোথাও আবার ১৮০ আসন রয়েছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্নাতকস্তরে টিউশন ফি সেমেস্টার পিছু প্রায় ১৫ হাজার টাকা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেমেস্টার পিছু ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা মতো লাগতে পারে। সরকারি তো বটেই, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও এরাজ্যে স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল অর্থাৎ পিএইচডি করার সুযোগ রয়েছে।

কোথায় কেমন কাজ

কৃষিশিক্ষায় স্নাতক হওয়ার পর কর্মসংস্থানের দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি, সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই। তেমনই কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল:

• **রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাঙ্কে:** এগ্রিকালচার ফিল্ড অফিসার বা রুরাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার পদমর্যাদার চাকরির সুযোগ রয়েছে। এসবিআই, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক তো বটেই এইচডিএফসি, আইসিআইসিআই ইত্যাদির মতো বেসরকারি ব্যাঙ্কেও এই সব পদে নিয়মিত নিয়োগ হয়ে থাকে। ব্যাঙ্কগুলিতে এই বিষয়ে মূলত প্রোবেশনারি অফিসার পদেই চাকরি বেশি মেলে।

অনেক ক্ষেত্রে আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে পড়ুয়াদের নিয়োগ দিয়ে থাকে।

• সর্বভারতীয় স্তরে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থায় চাকরির সুযোগ রয়েছে কৃষি স্নাতকদের জন্য। সংস্থাগুলির মধ্যে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (FCI), IFFCO, KRIBHCO ফার্টিলাইজারস লিমিটেড, জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (JCI), কটন কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (CCI) উল্লেখযোগ্য কিছু নাম।

• ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন আয়োজিত সিভিল সার্ভিস কিংবা ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস (IFS) পরীক্ষাতেও এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা বরাবর ভাল ফল করে আসছেন। এছাড়া ভারতীয় রেল, ইন্ডিয়ান মিলিটারি সার্ভিসেও কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের ভাল চাহিদা রয়েছে।

• একইভাবে রাজ্যস্তরীয় সরকারি চাকরিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার (ADA), ডিস্ট্রিক্ট হর্টিকালচার অফিসার (DFO), স্টেট ফরেস্ট অফিসার, ফুড সেফটি অফিসার ইত্যাদি পদে কৃষিবিজ্ঞানের পড়ুয়াদেরই সাধারণত নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

• **বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি ও কাজ:** সার (ফার্টিলাইজার)/ পোকানাশক (পেস্টিসাইড)/ বীজ নির্মাণকারী কোম্পানিগুলি সর্বভারতীয় স্তরে এগ্রিকালচার বিষয়ে স্নাতকদের নিযুক্ত করে থাকে।

• অনেক নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন (এনজিও) তাদের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে কৃষি বিষয়ের স্নাতকদের নিযুক্ত করে থাকে।

• এছাড়া স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্তদেরও সর্বভারতীয় স্তরে নানা ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল— এগ্রিকালচার রিসার্চ সায়েন্টিস্ট (ARS), ইন্ডিয়ান মিটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (IMD), প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টাইন বোর্ড, সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড।

• আন্তর্জাতিক বেশ কয়েকটি সংস্থাও নিয়মিত এগ্রিকালচারে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (IRRI), ইন্টারন্যাশনাল ক্রপস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর দ্য সেমি-অ্যারিড ট্রপিকস (ICRISAT) ইত্যাদি।

• আবার বেশ কিছু স্নাতক এগ্রিকালচার নিয়ে পড়া শেষ করে MBA বা ডিপ্লোমা কোর্স করে কর্পোরেট সেক্টরে অনেক উচ্চপদে চাকরি পান।

• ইদানিং অনেকেই আবার কৃষিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কোর্সের শেষে করে নিজস্ব কৃষি ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছেন। কৃষি ব্যবসাকে সফলভাবে রূপায়ণ করার জন্য তাঁরা সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধাও পেয়ে থাকেন।

• কৃষি নিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

কৃষিশিক্ষার ভবিষ্যৎ

ভারত প্রধানত কৃষিনির্ভর দেশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরবচ্ছিন্নভাবে জোগান সুনিশ্চিত করতে কৃষিশিক্ষা গবেষণা ও তার সম্প্রসারণের গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন নতুন কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের সফল প্রয়োগের মাধ্যমেই খাদ্যের সুরক্ষা ও গুণগত মান সুনিশ্চিত করা সম্ভব প্রতিটি মানুষের জন্য।

এই সপ্তাহের বিতর্কের বিষয়

স্কুলছুটদের ফেরাতে দায়িত্ব নিন শিক্ষকেরাই

১০০ শব্দের মধ্যে মতামত aajkaalsopan@gmail.com মেল আইডি-তে শুক্রবারের মধ্যে জানান। নির্বাচিত লেখা প্রকাশিত হবে পরের সপ্তাহে। নাম ও পুরো ঠিকানা অবশ্যই লিখবেন।

গত সোমবারের বিতর্কের বিষয়

বিচারাধীন বন্দির উচ্চশিক্ষায় বাধা নেই

শিক্ষা সকলের জন্য। একজন বিচারাধীন বন্দিরও উচ্চশিক্ষার অধিকার আছে। শিক্ষা মানুষের মনকে মুক্ত করে, তার ভিতরের অন্ধকার কালিমাকে দূর করে, সে নিজেকে চিনতে শেখে। তাছাড়া জেলের বর্তমান নাম তো সংশোধনাগার। শিক্ষার আলোকে নিজেকে সংশোধন করলে তবেই তো শুভবুদ্ধির বিকাশ হবে। এপ্রসঙ্গে সম্প্রতি বন্দি অর্ণব দাসের কথা উঠে আসে। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচি করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই বাধা নয়, কোনও বন্দি চাইলে তাঁর উচতশিক্ষা লাভের প্রক্রিয়া আরও সহজ করা দরকার। এতে অন্য বন্দিরাও শিক্ষার মাদ্যমে মানবাত্মার বিকাশ ঘটাতে পারবেন।

— **সুদীপ্ত চ্যাটার্জি**, সুলতানপুর, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

সাজাপ্রাপ্ত মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম ইতিহাসে পিএইচডি করার জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর অতীত জানার পর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেঁকে বসেন। ছাত্র হিসেবে অর্ণব মেধাবী। বেশ কিছুটা টানাপোড়েনের পর রাজ্য সরকারের আশ্বাসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অর্ণবকে পিএইচডি করতে দিতে রাজি হয়েছে। রাজ্য সরকারের সদর্থক পদক্ষেপে জেল বা সংশোধনাগার থেকে এক বন্দি সমাজের মূল স্রোতে ফিরছেন, এটা সত্যিই তারিফযোগ্য।

— **মনিরুজ্জামান**, কলসুর, উত্তর ২৪ পরগনা

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অর্ণব দাম পিএইচডিতে ভর্তি হয়েছেন। এভাবে এক নতুন করে পথচলা শুরু হলো তাঁর। এবিষয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও রাজ্যের কারাবিভাগ যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আজ অর্ণব শত শত জেলবন্দির কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। কারাবিভাগ বা সংশোধনাগার কয়েদিকে সংশোধনের জায়গা। জেলবন্দি মানেই কারও জীবনে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া, এমনটা নয়। আমরা আগেও দেখেছি মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে জেলবন্দিরা পরীক্ষায় বসেন, পাশও করেন। এবার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অর্ণব দামের উচ্চশিক্ষায় সুযোগলাভ প্রমাণ করল, বিচারাধীন বন্দির উচ্চশিক্ষায় বাধা নেই।

— **শঙ্কর সাহা**, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর

২২০ প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে ১০০-র মধ্যে ৭৬.৮৬৭০ নম্বর পেয়ে পিএইচডি পড়তে আগ্রহী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম মাওবাদী নেতা অর্ণব। ১৯৭৭ সালে সমতা পার্টির নেতা জর্জ ম্যাথু ফার্নান্ডেজ জেলে বসেই লোকসভা নির্বাচনে লড়েন ও জিতেও ছিলেন। একইভাবে সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটে জেলে থেকেই লড়ে দু'জন সাংসদ হয়েছেন। লোকসভার অধ্যক্ষ তাঁদের শপথবাক্যও পাঠ করিয়েছেন। এটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে কেন একজন সাজাপ্রাপ্ত বন্দির জেল থেকে গবেষণা বা উচ্চশিক্ষায় বাধা থাকবে? জেলে বসেই একজন ভোটে দাঁড়াতে পারেন, আর একজন জেলবন্দির লেখাপড়া বা উচ্চশিক্ষায় বাধা কখনও কাম্য নয়। বিধি বলছে, কোনও অজুহাতে কারও শিক্ষা আটকানো যায় না। অপরাধী যদি ভুল শোধরাতে বন্দি অবস্থায় উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে চান, সেক্ষেত্রে কোনও স্তরে বাধা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

— **মঙ্গলকুমার দাস**, রায়দিঘি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার, সেই অধিকার কেড়ে নেওয়ার অর্থ দেশের গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা। বিচারাধীন বন্দি তাঁর নিজস্ব পরিসরে যতটুকু বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতে পারেন, তা বিনাবাধায় করতে দিলে ক্ষতি কী? স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কুখ্যাত ব্রিটিশ সরকার কোনও বিচারাধীন বন্দির উচ্চশিক্ষায় বাধা দেয়নি। তাই বহু বন্দি সাজা খাটার ফাঁকে ফাঁকে লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন এবং জেলের মেয়াদ শেষে চাকরিও পেয়েছেন। ব্রিটিশ সরকার যে কাজটি উদারতার সঙ্গে করতে পেরেছে, স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার করতে পারবেন না, তা কখনও হয়, না হওয়া উচিত?

— **অরুণ গুপ্ত**, নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা-৮৪

বিচারাধীন বন্দি অবস্থায় মানুষকে লৌহকপাটের অন্তরালে দেশের স্বাধীনতার আগে ও পরেও উচ্চশিক্ষা নিতে দেখা গিয়েছে। এব্যাপারে বিচারাধীন বন্দির উচ্চশিক্ষায় বাধা থাকার কথা নয়। শিলদা-কাণ্ডে অভিযুক্ত মাওবাদী অর্ণবের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এই শিক্ষাবর্ষে ইতিহাসে পিএইচডি করার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে তিনি ২২০ জনের মধ্যে প্রথম হন। প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে তাঁর অন্তর্বর্তী প্যারোল মঞ্জুর হয়েছে। সুখের কথা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে দিয়েই ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে।

— **সাগরময় অধিকারী**, ফুলিয়া, নদিয়া

সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে কোনও যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মানসিক সুস্থতা বজায় রেখে উচ্চশিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাযিলে সুস্থ গণতান্ত্রিক সরকারের তাতে সহযোগিতাই করা উচিত। একসময় যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি, জেএনইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাতে অনেকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। পিএইচডি করার জন্য ইন্টারভিউয়ে ২২০ জনের মধ্যে প্রথম হওয়া মুখের কথা নয়। বন্দি আসামিরাও যাতে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসতে শিক্ষাকেই পাথেয় করেন, তা আমাদের সকলেরই গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত, এটাই সভ্যতার অন্যতম প্রধান শর্ত।

— **মৃত্যুঞ্জয় বোস**, শেঠবাগান রোড, দমদম, কলকাতা-৩০

'আমার হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি, মন বান্ধিবি কেমনে?' অভিযুক্ত এবং বিচারাধীন বন্দিদের সাধারণত এখন হাতকড়া পরানো যায় না। কারণ, এখন সময় বিচারাধীন মানুষদের হাত ধরার। আইনের শাস্তির অবসানে তাঁদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরে যেতে সাহায্য করার। প্রতিটি কারাগারই তো এখন সংশোধনাগার। সুতরাং, সকল ইচ্ছুক বিচারাধীন বন্দির উচ্চশিক্ষায় বাধা নেই, থাকা উচিতও নয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের কোনও প্রয়োজন নেই বিচারাধীন বন্দির সৃজনশীল 'মন বান্ধিবার', বিশেষত যেখানে শিক্ষা সকলের নাগরিক অধিকার।

— **বাসুদেব চক্রবর্তী**, স্নেহদিয়া, নিউটাউন, কলকাতা-১৬৩

উচ্চশিক্ষায় সহায়তা দিতে তিন কর্পোরেট সংস্থার স্কলারশিপ

টাটা ক্যাপিটাল পঙ্খ স্কলারশিপ

সমাজের আর্থিকভাবে অনগ্রসর অংশের পরিবারভুক্ত ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টাটা গোষ্ঠীর উদ্যোগ) টাটা ক্যাপিটাল পঙ্খ নামের স্কলারশিপ দিয়ে থাকে।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা আগের ক্লাসে এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে এবং সমস্ত সূত্র থেকে বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন আড়াই লক্ষ টাকার কম হলে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারছে।

এই স্কিমের অধীনে স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদেয় কোর্স ফি-র সর্বাধিক ৮০ শতাংশ বা বার্ষিক ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। একইভাবে ডিগ্রি কোর্স বা ডিপ্লোমা/ পলিটেকনিকে পড়ার ক্ষেত্রেও কোর্স ফি-র ৮০ শতাংশ বা সর্বাধিক ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত এককালীন স্কলারশিপ পাওয়া যেতে পারে।

রেজিস্ট্রেশন ও নথি জমার শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। আবেদন ও বিশদ তথ্যের ওয়েবসাইট: https://www.tatacapital.com/blog/loan-for-education/tips-to-apply-for-scholarships/। https://www.buddy4study.com/-তেও এগুলির লিঙ্ক পাওয়া যাবে।

কোটাক কন্যা স্কলারশিপ

উচ্চমাধ্যমিক বা ১০+২ বোর্ড উত্তীর্ণ ছাত্রীরা বোর্ড পরীক্ষায় এগ্রিগেটে কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ নম্বর বা এর সমতুল সিজিপিএ থাকলে এবং বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন ৬ লক্ষ টাকার কম হলে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন জানাতে পারছে।

কোটাক মাহিন্দ্রা গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানি এবং কোটাক এডুকেশন ফাউন্ডেশন যৌথ উদ্যোগে এই স্কলারশিপ দিচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, আইন, নার্সিং, ইন্টিগ্রেটেড বিএস বা এমএস, আইআইএসসি বা আইএসইআর ইত্যাদির মতো নামী প্রতিষ্ঠানে গবেষণা এবং অন্য পেশাদারি কোর্সে (ডিজাইন, আর্কিটেকচার ইত্যাদি) পড়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্কলারশিপ পেতে পারে।

আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। https://www.buddy4study.com/ ওয়েবসাইটে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদনের লিঙ্ক পাওয়া যাবে।

ভারতী এয়ারটেল স্কলারশিপ

ভবিষ্যতে প্রযুক্তিক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম, বিবিধ আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে উঠে আসা এমনই কিছু উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার সমস্ত খরচ জোগাতে ভারতী এয়ারটেল ফাউন্ডেশনের এই স্কলারশিপ চালু করা হয়। বিশেষত ছাত্রীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেই এই স্কলারশিপের শর্তগুলি তৈরি।

দেশের শীর্ষস্থানীয় ৫০ এনআইআরএফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ৪ বছরের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট কিংবা ৫ বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্সে (ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টেলিকম, ইনফরমেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স, ডেটা সায়েন্স, এরোস্পেস, এআই, আইওটি, এআর/ভিআর, মেশিন লার্নিং, রোবটিক্স ইত্যাদি বিভাগে কিংবা বিষয়ে) ভর্তি হওয়া পড়ুয়ারা পুরো কোর্স ফি-র ওপরই স্কলারশিপ পাবে। হস্টেলে থাকতে হলে সেই খরচও ভারতী এয়ারটেল মেটাবে।

পড়ুয়ার বার্ষিক পারিবারিক উপার্জন ৮.৫ লক্ষ টাকার বেশি হওয়া চলবে না। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট। বিশদ তথ্যের জন্য দেখতে হবে: https://bhartifoundation.org/bharti-airtel-scholarship/। https://www.buddy4study.com/ ওয়েবসাইটেও এর লিঙ্ক দেওয়া আছে।

শরিফের পতাকা উড়ল অক্সফোর্ডে

ডিস্টিংশন-সহ অক্সফোর্ড পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কলার হলেন শরিফ হোসেন। তিনি এরাজ্যের নামী শিল্পপতি তথা পতাকা গোষ্ঠীর কর্ণধার মোস্তাক হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

অক্সফোর্ডের এই প্রোগ্রামটি ছিল এক বছরের ইনটেনসিভ পোস্টগ্র্যাজুয়েট কোর্স যেটি সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের শীর্ষ লিডারদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য বিশ্বের ৩৫টি দেশের ৫৫ জন লিডারকে নির্বাচন করেছিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। এক বছরের কঠোর পরিশ্রমে শরিফ শুধুই পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কলার হয়েছেন তা নয়, সঙ্গে আদায় করে নিয়েছেন ডিস্টিংশনও যা হাতে গোনা কয়েকজনই পেয়েছেন।

শরিফ হোসেনের পড়াশোনা শুরু কলকাতার সেন্ট জেমস স্কুলে। এরপর তিনি লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাচেলর্স ডিগ্রি লাভ করেন। ওয়ারউইক ইউনিভার্সিটি থেকে স্ট্র্যাটেজি ও মার্কেটিং নিয়ে মাস্টার্স করেন। এরপর গবেষণা করেন লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে ৬ জুলাই তাঁর হাতে পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কলার শংসাপত্র তুলে দেওয়ার সময় হাজির ছিলেন তাঁর গর্বিত পিতা মোস্তাক হোসেন, মা সানোয়ারা হোসেন ও স্ত্রী সানজিদা জিনাত।

অক্সফোর্ডের স্বীকৃতি পাওয়ার পরে পিতা মোস্তাক হোসেনের সঙ্গে শরিফ হোসেন (একেবারে বাঁদিকে)

কেমব্রিজ পাঠ্যক্রম নিয়ে আলোচনা এসপিকে জৈনে

কেমব্রিজ পাঠ্যক্রমের জটিল দিক এবং পরীক্ষামূলক শিক্ষালাভের সঙ্গে এর মেলবন্ধন সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনাসভা আয়োজন করল কলকাতা এসপিকে জৈন ফিউচারিস্টিক অ্যাকাডেমি। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল কেমব্রিজের কো-অর্ডিনেটর বর্ণালি মুখার্জি, কেমব্রিজের রিজিওনাল ম্যানেজার পরীক্ষিৎ সেন এবং অ্যাডামাস ওয়ার্ল্ড স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়। কেমব্রিজ পাঠ্যসূচি সম্পর্কে বিশদে জানা এবং এটি কীভাবে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলায় সহায়ক, তা অভিভাবকদের জানাতে তাঁদের এই উদ্যোগ, জানালেন এসপিকে জৈন ফিউচারিস্টিক অ্যাকাডেমির প্রিন্সিপাল ড. জয়িতা গাঙ্গুলি।

চাকরির ব্যবস্থা করতে ফ্রেশারদের বিশেষ পরীক্ষা নেবে প্লেসমেন্ট বী

অরিজিৎ চ্যাটার্জি

ইঞ্জিনিয়ারিং হোক বা ম্যানেজমেন্ট, কলা হোক বা বাণিজ্য— সব বিভাগের পড়াশোনা শেষে ফ্রেশারদের চাকরি পেতে অনেক সময়ই নানারকম অসুবিধা হয়। সেই সমস্যা দূর করতে ও নিয়োগকারীদের যোগ্য প্রার্থী খোঁজায় সহায়তা দিতে বিনামূল্যে বিশেষ অ্যাপ্টিটিউড পরীক্ষা নিতে চলেছে 'প্লেসমেন্ট বী' (ওয়েবসাইট: www.placementbee.com)।

১ আগস্ট তাদের নতুন পোর্টাল ও অ্যাপ চালু হবে। তারপর সংস্থার প্রতিনিধিরা রাজ্যের ১,২৩৬টি কলেজে যাবেন। কলেজগুলিতে অ্যাপের মাধ্যমে চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়াদের পরীক্ষা নেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্ট বী-এর অ্যাপে পড়ুয়ারা ভিডিওর মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় জানাবেন। সেই সব তথ্য নিয়ে প্রত্যেক পড়ুয়ার আলাদা আলাদা ডেটাবেস তৈরি করে সেগুলি নিয়োগকারীদের পাঠানো হবে। সেইমতো তাঁরা যোগ্য প্রার্থী বেছে নিতে পারবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন ড. অর্ণব চ্যাটার্জি, দেবযানী ব্যানার্জি, কাঞ্চন সেনগুপ্ত ও তূর্যশঙ্কর কর। ছবি: আজকাল

সম্প্রতি কলকাতায় একথা জানান সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর তূর্যশঙ্কর কর। তিনি বলেন, 'পড়ুয়ারা অ্যাপে অ্যাপ্টিটিউড পরীক্ষা দেবেন ঠিকই, তবে বাড়িতে বসে অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না। আগামী বছর থেকে আমরা অন্যান্য রাজ্যের কলেজগুলোতেও যাওয়া শুরু করব।'

সংস্থার মেন্টর দেবযানী ব্যানার্জি বলেন, 'সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, দেশ জুড়ে ৫৮ হাজারেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৯০ লক্ষেরও বেশি ছেলেমেয়ে স্নাতক হয়েছেন। কিন্তু তারপরেও অনেকে চাকরি পাচ্ছেন না। আসলে নিয়োগকারীরা যা প্রত্যাশা করেন, অনেক প্রার্থী তা পূরণ করতে পারেন না। ফলে উভয়পক্ষেরই সমস্যা হয়। প্লেসমেন্ট বী এই নতুন মডেলের মাধ্যমে চাকরিপ্রার্থী ও নিয়োগকারীদের একই ছাতার তলায় নিয়ে আসছে। ফলে দু'পক্ষেরই অনেকটাই সুবিধা হবে।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডুমেট ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ড. অর্ণব চ্যাটার্জি ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কাঞ্চন সেনগুপ্ত।